FEB. 27 2001

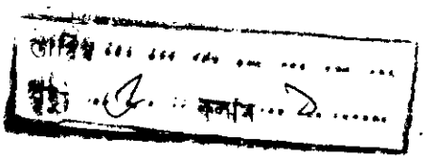

ছাত্র-গ্রামবাসী সংঘর্ষ নিয়ে দ্বিতীয় দফা বক্তব্য

রাঃবিঃ কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা

কামরুজ্জামান কোরবান ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ১৬ ফেব্রুয়ারী সংঘটিত ছাত্র ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় স্ববিরোধীতায় অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনার দীর্ঘ দশদিন পর কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় দফায় বক্তব্য প্রদান করেছে। তাদের এই বক্তব্য নিয়েই বিতর্ক, ব্যাপক তোলপাড় হচ্ছে, সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দফতরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্রের সাথে ক্যাম্পাস সংলগ্ন গ্রামবাসীর সংঘাত হলে বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। স্টেশন বাজারে অগ্নিসংযোগ, চারুকলা বিভাগ, সিনেট ভবন ও প্রশাসনিক ভবনসহ ক্যাম্পাসের ভিতরের কয়েকটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার সূত্রপাত হিসেবে বলা হয়, কয়েকজন ছাত্রের সাথে স্টেশন বাজারের এক হোটেলে খাবারের দাম নিয়ে হোটেল কর্মচারীদের সাথে বচসা হয়। বাজারের অন্যান্য দোকানদারগণ হোটেল কর্মচারীদের পক্ষাবলম্বন করলে সংঘাত শুরু হয়। বাজার সংলগ্ন গ্রামবাসীগণও দোকানদারদের পক্ষ নিয়ে ছাত্রদের আক্রমণ শুরু করে। এ সময় কে বা কারা স্টেশন বাজারে অগ্নিসংযোগ করে। ছাত্রদের ওপর গ্রামবাসীদের হামলায় চারুকলা ভবনের ধ্বংস সাধনের প্রেক্ষিতে ছাত্র সম্প্রদায় ভীষণ ক্ষুব্ধ। উত্তেজিত ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন ও প্রশাসনিক ভবনসহ পাসের কিছু দোকানপাটের ক্ষতিসাধন করে।

ছাত্র ও গ্রামবাসীদের এই সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঐদিনই রাতে সিন্ডিকেটের জরুরী সভা আহবান করে। সিন্ডিকেট সভা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ও হলসমূহ খালি করার নির্দেশ দেয়। দোকানপাট ও বাড়ীঘর ক্ষতিসাধন হওয়ায় দোকানদার ও গ্রামবাসীরা পথে বসার উপক্ষম হয়। তাদের আহাজারিতে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে শুরু করে রাজনৈতিক খেলা। সরকারদলীয় মন্ত্রী-নেতারা এর দায়ভার স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াত শিবিরের ঘাড়ে চাপাতে তৎপরতা চালায়। তাদের মদদপুষ্ট কতিপয় পত্রিকা এই অপচেষ্টাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সরকারী প্রচার মাধ্যমও গয়েবলসীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। জেলা প্রশাসন ঐ গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বইপত্র সরবরাহ করে। প্রটোকল অনুযায়ী কোন মন্ত্রী, সিটি মেয়র, স্থানীয় সংসদ সদস্য বা জেলা প্রশাসনের কোন কর্মকর্তার এই বইপত্র বিতরণের কথা। কিন্তু তা না হয়ে বিতরণ করেছেন নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এভাবে বিভিন্ন পক্ষ থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের ঘাড়ে ঐ সহিংস ঘটনার দায়ভার চাপানোর অপপ্রয়াস চালানো হয়। সূত্র জানায়, এই সংঘর্ষের সূত্রপাত ও বিবরণ সম্পর্কে প্রথমে সঠিক ও নিরপেক্ষ বক্তব্য প্রদান করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের বিরাগভাজন হয়। প্রশাসনের ওপর রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পায়। ক্ষমতার মসনদ নিয়েও হুমকি প্রদান করা হয় বলেও সূত্র উল্লেখ করেছে। এই প্রেক্ষিতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনার দীর্ঘ ১০ দিন পর নতুন বক্তব্য প্রদান করে। এই বক্তব্যে বলা হয়, '১৬ ফেব্রুয়ারীর প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসিসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা কয়েক দফা পরিদর্শন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে আলোচনা করে স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, স্বাধীনতাবিরোধী একটি মৌলবাদী সন্ত্রাসী চক্র এ ঘটনা ঘটিয়েছে। গান পাউডার দিয়ে দোকানপাট, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চারুকলা ভবনের ক্ষতিসাধন করেছে।'

অভিজ্ঞ মহল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই দ্বিতীয় বক্তব্যকে বিচারের আগেই রায় হিসেবে উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, ঘটনার দীর্ঘ ১০ দিন পর কেন এই বক্তব্য দেয়া হল? কোন উদ্দেশ্যে এ বক্তব্য, কার স্বার্থ হাসিলের জন্য এটি করল তারা? বিশেষজ্ঞ মহলের বক্তব্য হচ্ছে কর্তৃপক্ষ যেহেতু স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছে তাহলে আর তদন্ত কমিটি গঠনেরই বা প্রযোজনীয়তা কি? তদন্ত কমিটি এখন কোন পথে এগুবে? তাদের মতে, তদন্ত কমিটিকে প্রভাবিত ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্যই কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই দ্বিতীয় বক্তব্য দিয়েছে। কর্তৃপক্ষের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সম্পূর্ণ উল্টো দ্বিতীয় বক্তব্যকে তারা স্ববিরোধী, অযোগ্যতা ও রাজনৈতিক অসহায়ত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন বাজারের ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার ও গ্রামবাসীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দেয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী কর্তৃপক্ষের নিকট আহবান জানিয়েছে। তারা বলেছে, ক্ষতিপূরণ দেয়া ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হলে আবারও ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটতে পারে। যার দায়ভার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হবে।